বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)





উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

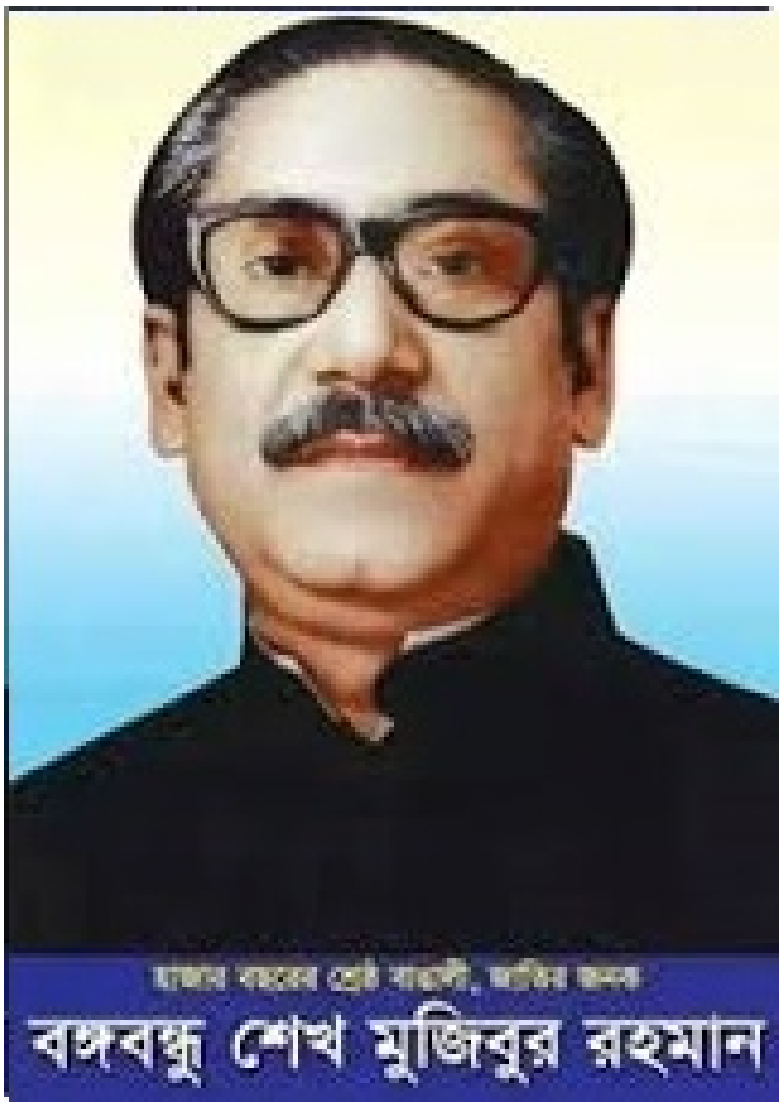
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশনায় ঃ
আমান উদ্দিন আহম্মেদ মঞ্জু
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

সম্পাদনায়ঃ
নিলুফা ইয়াসমিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

অর্থায়নে ঃ উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর।

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০২৩ খ্রিঃ ।

সার্বিক সহযোগীতায় ঃ
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email:mwullah85@gmail.com

তথ্য সংগ্রহ ও কম্পোজ ঃ
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
কুড়িগ্রাম সদর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম।
উপজেলা টেকনেশিয়ান,
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যলয় ,কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

কৃতজ্ঞতায় ঃ মো: নাজমুল হক, উপজেলা ডেভেলপমেন্ড ফ্যাসিলিটেটর, ইউজিডিপি

এই প্রকাশনাটি উপজেলা পরিচারন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর সহযোগিতায়, উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে প্রকাশিত হয়েছে। তবে, প্রকাশনার সকল তথ্য ও বিষয়বস্তু একান্তভাবে সরকারের।

বাণী

কুড়িগ্রাম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাটি খুবই বৈচিত্রপূর্ণ একটি উপজেলা, তিস্তা নদীর প্রভাবে উক্ত উপজেলা প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ এলাকা। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদ ২০২২-২০২৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। উপজেলা পরিষদকে একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পরিষদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং সাধারন জনগণের সম্বিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রনয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

এই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণে তিনি ও বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে চরছে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়ন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারী উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ উপজেলা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের এই উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পরিষদের সকল সদস্য এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নে সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।



মোহাম্মদ রেজাউল করিম
জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম।

বাণী

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম এবং ১৯৯০ সালে ২য় মেয়াদে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

সু-শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজেই প্রতিটি জ্ঞানী মানুষের দাবী। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি করা ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা।স্বাধীনতার মহান স্থপত্তি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অসমাপ্ত কাজকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারই সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান বাংলাদেশকে বিশ্বের অনেক দেশ আছে যারা অনুসরন করছে বাংলাদেশের সমতুল্য হওয়ার জন্য।

পরিকল্পনা ছাড়া কোন মহৎ উদ্দেশ্যই সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। কোন অঞ্চলের পরিকল্পনা হচ্ছে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রূপরেখা। পরিকল্পনা দ্বারা প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা নিরসনে প্রকল্প গ্রহণ ও সম্ভাব্য ব্যয় নিরূপন করা হয়। আমরা আমাদের স্থানীয় সম্পদ পান ও সুপারী চাষিদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপযোগী করে গড়ে তোলা, মা ইলিশ সুরক্ষা ও জাটকা নিধন প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, যুব সমাজের বেকারত্ব নিরসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আমরা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি।

আমাদের এই দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু কাজের পরিধি ব্যাপক তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়া যত্রতত্র অর্থ ব্যয় করে কোন কাজ করলে আমরা কোন দিনই উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবো না। পরিকল্পনা ছাড়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না, পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে প্রতিটি উপজেলায় জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাকে একদা বলা হত অবহেলিত জনপদ কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বৈপ্লবিক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে এবং কুড়িগ্রাম সদর-লালমনিরহটের অহংকার,

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন এই কর্ম পরিকল্পনার সুফল ভোগ করতে পারে সে জন্য আমি বর্তমান সরকারের আর্থিক ও আন্তরিকতার হাতকে আর ও সম্প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার প্রতিটি মানুষ সুখে ও শান্তিতে থাকুক এই আমার একমাত্র প্রত্যাশা। পরিশেষে বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩) প্রণয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল জনপ্রতিনিধি, ১৭টি দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মচারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।



আমান উদ্দিন আহম্মেদ মঞ্জু
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর

বাণী

১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও উক্ত সময়ে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয়নি। দীর্ঘ সময় পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পূনঃপ্রচলন করে। ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং প্রায় একই সময়ে উপজেলা পরিষদ (রহিত পূনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ পাশ ও জারি করা হয় এবং পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ হয়।

আমি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই প্রত্যাশা করি যেন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার প্রতিটি মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা হয়তো জনগণের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবনা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে একটু দায়মুক্ত হতে পারি কিনা। জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসন যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের লক্ষ্য পৌছতে পারব। পরিশেষে পরিশেষে ২০২২-২০২৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল প্রতিনিধি, ১৭টি দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মচারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।



মোঃ আব্দুর রব রাজু
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর
কুড়িগ্রাম।

বাণী

মহৎ কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর পরিকল্পনা হচ্ছে কাজের অর্ধেক। জীবনের প্রতিটি কাজেই পূর্ব পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুন্দর ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা থাকলে আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জন হবে। এই উপজেলা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। অত্র উপজেলায় একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরী করা হলে আইন-শৃংখলার উন্নতি সাধন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, সমাজসেবা, দারিদ্র দূরীকরণসহ জনকল্যাণ ও সু-শাসন নিশ্চিত হবে।

পরিশেষে ২০২২-২০২৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল প্রতিনিধি, ১৭টি দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মচারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।



আফরোজা বেগম আলপনা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর
কুড়িগ্রাম।

বাণী

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাইমচর উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। আগামী পাঁচ বছরে এ সকল ক্ষেত্রে কাম্যমান অর্জনের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের একটি আলোকিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাথে জনগণের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগোপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকারভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্ত নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছায় অবদান রাখে।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণে তথা জনগণের মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমূহে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারবাহিকতায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র লক্ষ্য সমূহ অর্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

আশা করা যায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরে দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখবে। পরিশেষে ২০২২-২০২৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল প্রতিনিধি, ১৭টি দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মচারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রাসেদুল হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা, উপজেলার পরিচিতি

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) পঞ্চবার্ষিক ও মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় পঞ্চবার্ষিক ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি, দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। বর্তমান সরকারের রূপকল্প' ২০২১, এসডিজি এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১.২ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

বাংলাদেশর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনপদ । বৃটিশ শাসনামল থেকেই মাছ, পাট ও পান ব্যবসায় এর বিশ্ব জোড়া সুনাম ছিল। উপজেলার দু-পাশ দিক দিয়ে বয়ে চলছে তিস্তা ও ধরলা নদী।

১.৩ প্রাচীন কীর্তিঃ

ভাষা আন্দোলন, স্বাধিনতা ও মুক্তিযুদ্ধের কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় অবদান অপরিসীম, কুড়িগ্রাম জেলা ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিঃ মুক্ত হয়। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে উপজেলায় শহীদের স্মৃতি সরূপ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার স্থাপিত হয়। প্রতি বছর অত্যন্ত আনন্দ পরিবেশে বিজয় উৎসব পালিত হয়। "মুক্তিযুদ্ধে কুড়িগ্রাম" পৃথক অধ্যায়ের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৪ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ইউনিয়ন সমুহ :

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় মোট ৮ টি ইউনিয়ন।

১) মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ।

২) ভোগডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ

৩) ঘোগাদাহ ইউনিয়ন পরিষদ

৪) পাঁচগাছি ইউনিয়ন পরিষদ

৫) যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ

৬) কাঁঠালবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ

৭) বেলগাছা ইউনিয়ন পরিষদ

৮) হলোখানা ইউনিয়ন

১.৫ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভৌগোলিক পরিচিতি :

লালমনিরহাট সদর উপজেলার অবস্থান উত্তরে ভারতের কুচবিহার দক্ষিনে কাউনিয়া ও রাজারহাট উপজেলা পূর্বে ফুলবাড়ী উপজেলা পশ্চিমে আদিতমারী উপজেলা। লালমনিরহাট সদর উপজেলার দু'পাশ দিয়ে দুটি নদী। একটি তিস্তা অন্যটি ধরলা।

১.৬ ভাষা ও সংস্কৃতি :

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর বিভাগের অন্যান্য উপজেলার মত এখানকার মানুষের ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার অন্যান্য উপজেলা মিল রয়েছে। তবে আঞ্চলিক উচ্চারণ মিশ্রিত রয়েছে।

১.৭ প্রত্যাশাঃ

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন কল্পে, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় বাস্তবভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

১.৮ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা **প্রণয়ন প্রক্রিয়া**

উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথমত: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদ মাসিক সভায় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

দ্বিতীয়ত: উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে খাতভিত্তিক সমস্যা বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার নিরুপনের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অতঃপর পরিকল্পনা কমিটি স্থায়ী কমিটি সমূহের নিকট থেকে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে একটি সমন্বিত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে। তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত এবং অ-হস্তান্তরিত ও অন্যান্য বিভাগকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে বিভাগ ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। পরবর্তিতে পরিকল্পনা কমিটি উপরোক্ত বিভাগভিত্তিক তথ্য ও পরিকল্পনার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

চর্তুথত: উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় পরিকল্পনা কমিটি সমন্বিত খসড়া পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। উক্ত বিশেষ সভায় সমন্বিত খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে। সবশেষে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত অনুমোদন করে।

১.৯ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

ক) ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
খ) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পূরক/পরিপূরক প্রকল্প গ্রহণ।
গ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।
ঘ) অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং প্রক্রিয়া অনুসরণ।
ঙ) নিম্ন থেকে উর্ধ্বমূখী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অনুসরণ

১.১০ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার মানচিত্র

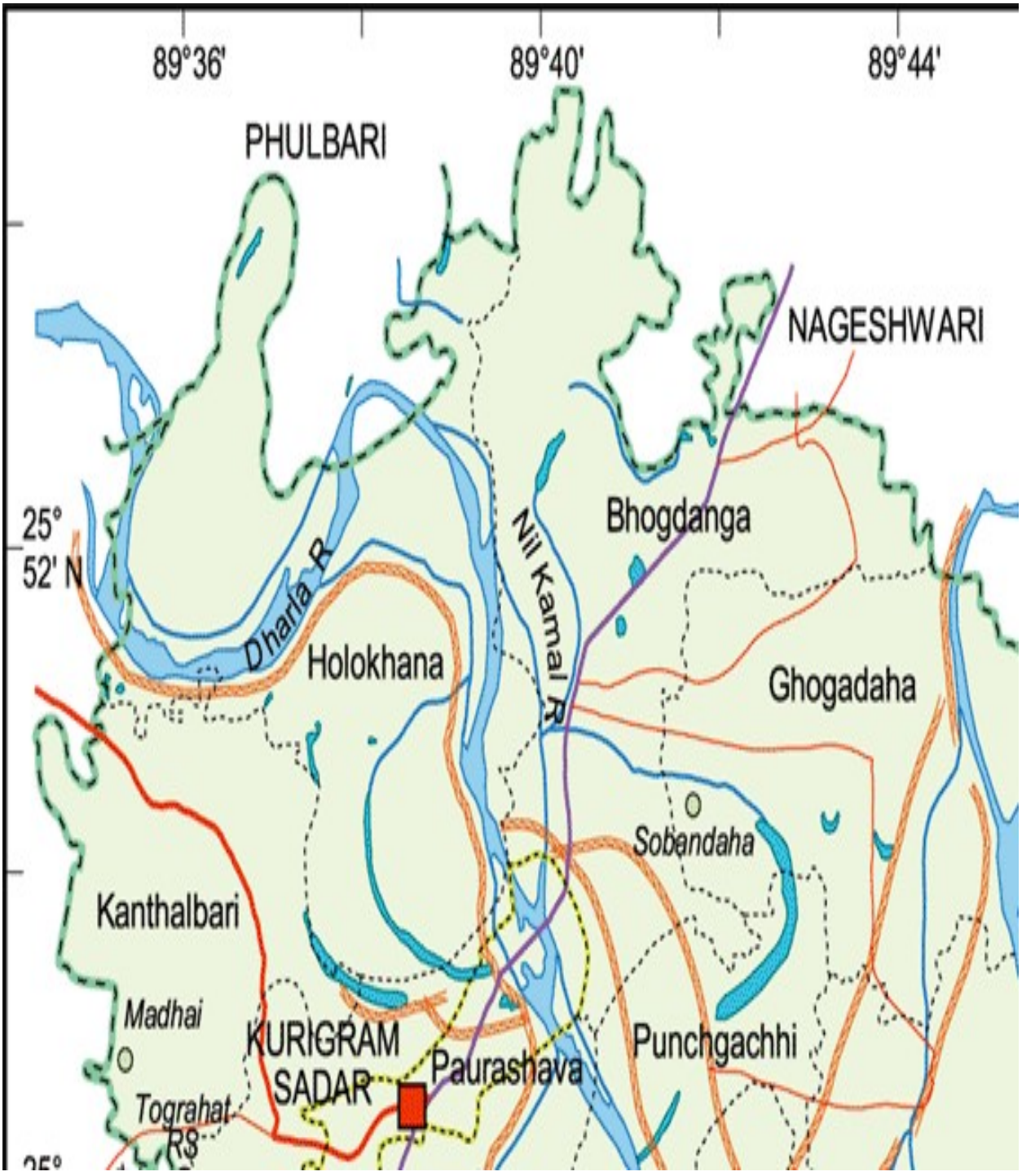

উপজেলার খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষনঃ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তাদের কৌশল নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনায় বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পের তালিক নির্ধারণ করবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় এনবিডিসমূহের বার্ষিক পরিকল্পনা বিবেচনায় রাখতে হবে।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির বিবরন	সুযোগ ও ঝুকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/ বিস্তৃতি	কারণ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১৬,১১২ জন রোগী	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুব্যবস্থা নেই। ৫। ডাইনিং রুম না থাকায় রোগী ও তার স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৬। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও বাইরে কোন টয়লেট নাই।	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত ১৭ হাজার রোগী স্বাস্থা সেবা হতে বঞ্চিত হবে	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, ওটি রুমের যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা যেতে পারে এবং বিদ্যমান এ্যাম্বুলেন্সটি রিপেয়ার করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালের বাহিরে একটি টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে। ৫। হাসপাতালে ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৬। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইপিআই শেড নির্মান করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা	১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ অবকাঠামো	১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আনুমানিক ২৫০০০ জন শিক্ষার্থী ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে	সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলি কাঁচা ঘর পরিচালিত হচ্ছে, যা ঝুঁকিপূর্ণ।	১২ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এডিপি হতে সহায়াত কামন করছি।	৪২০ জন শিক্ষার্থী ঝুঁকি মুক্ত হবে।	শিক্ষার্থীদের মান সম্মত পাঠ গ্রহণে সহায়থা করবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারনা কম	অত্র উপজেলার ৪৩ টি বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা ও ৮ টি কলেজ	২৪০ জন শিক্ষক ও ৭১ জন কর্মচারী	১। ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই।	২৪০ জন শিক্ষক আধুনিক শিকা পদ্ধতি ও ৭১ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর ধারনা কম।	১। উপজেলা পরিষদ ২৪০ জন শিক্ষকের ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৭১ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দায়ক পরিবেশেষে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলার ১২৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ন অবস্থা ও পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টর মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। উপজেলার ২৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা নেই।	১। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২১ টি বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ কাজ চলছে এবং ১১ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে। ২। পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। স্লিপ-এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়নে ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০-৭০	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। ১৬৬ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনন্টেট-এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম তৈরী করা যেতে পারে। ২। ৮৩১ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনন্টেট-এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ১৫০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুরার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ১১০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারী, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রং পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ১০ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ৭। ৯০ টি বিদ্যালয়ে ভবন মেরামত করা

					হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।		যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	৩ টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ কমিউনিটি ক্লিনিক	২,০৩,৪১৭ জন রোগী	১। ৩ টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহন নেই। ৪। কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।	কার্যক্রম নেই	৩ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ৬৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ৩ টি উপ-স্বাস্থ্য ও ৫ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ৩টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩৫ টি কমিউনিট ক্লিনিকে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারীওয়াল নির্মান করা যেতে পারে। ৪। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবর্তী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যূ ঝুঁকির মধ্যে আছে।	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ৮ টি ইউনিয়নের ৯৯ ওয়ার্ডে।	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ৫২৭২৩ জন সক্ষম দম্পতি (রির্পোট এমআইএস , ১৯ অনুযায়) এর মধ্যে মোট ২১৪৫ জন গর্ভবর্তী।	১। বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশি্ক্ষিত ধাত্রী/নার্সদ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২। উপজেলার গর্ভবর্তী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রসমূহে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারী চালু নেই। ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত ধাত্রী/দাই নার্সের অভাব।	১। উপজেলা পরিবার পারিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবাার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৮০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। ২।	আনুমানিক ১০,৭৭০ জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীল সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সর্ম্পকে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী পাঁচ বছরে ৮০ টি অবহিতকরন ক্যাম্পইন/ উঠান বৈঠক/ পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে। ২। ১১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন থিয়েটার রুমের মানসম্মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৭২ জন সিএসবি/দাই নার্সকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলর দরিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা ৮ ইউনিয়ন	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৯ টি পরিবার দরিদ্র পরিবার	১। উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক কোন প্রোগ্রাম চালু না থাকায় স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপারে সঠিক ও যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান নেই। ২। শিক্ষার অভাবে ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারনে জনগনের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান নেই।	উক্ত উপজেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাসে ৫৮ টি স্যাটেলাইট সম্পাদিত হয় কিন্তু প্রশিক্ষক ও অর্থাভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যায় নাই।	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৯ টি দরিদ্র পরিবার।	১। ৫৮ টি স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম চালু করতে ৫০ জন দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করা যেতে পারে। ২। প্রতিটি স্যাটেলাইটে মাসে একবার একজন দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা দরিদ্র পরিবারের নারী/ গৃহিণীদের ২০/৩০ জনের ব্যাচ ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম/ ক্যাম্পেইন চালু করা যেতে পারে। ৩। প্রতিটি স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য মৌলিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, ওষুধ ও নাস্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
জনস্বাস্থ্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবারসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন ও ২৯৫৪ টি পরিবার নলকূপবিহীন।	১। আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবারসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। ২। দরিদ্র পরিবারসমূহ আর্থিক সংকটের কারনে নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। ৩। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনার অভাবে দরিদ্র পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না।	১। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাট্রিন প্রদান করা হচ্ছে। ২। পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ও অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক নলকূপ প্রদান করা হয়। পরিকল্পনা আছে।	৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন থাকবে। নলকূপবিহীন ২৯৬৪ টি পরিবার বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার হতে বঞ্চিত হবে। ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ওয়াশ ব্লক থাকবে না।	১। উপজেলায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেয়া/ল্যাট্রিন স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। ২। নলকূপবিহীন ২৯৫৪ পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩। ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মান করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার	সমগ্র উপজেলার ৪৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯	২০০০০ ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট।	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬ টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।	৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসার দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট,	১। ৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ১৯ টি মাদ্রাসার ও ৫ টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মান করা যেতে পারে। ২। ৪০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০ টি মাদ্রাসা ও ৫ টি কলেজে বেঞ্চ, আলমারি,

	আশানুরূপ নয়।	টি মাদ্‌রাসা		৩। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নাই। ৪। বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। ৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ।		স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট থাকবে।	চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার, পানির ফিল্টার ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ২০ টি বিদ্যালয় ও ১৫ টি মাদ্‌রাসাতে ওয়াশ ব্লক নির্মান করা যেতে পারে। ৪। ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন	৪৭,০০০৭ টি কৃষি পরিবার	১। আধনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারনা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১।আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১২৫ টি দলো মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যে প্রদান করা হয়।	৩৪,৯৪৭ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ৪০০ টি কৃষক পরিবরকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে আধুনিক কৃষি উপকরণ(পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১০০০ মিটার সেচ নালা পাকা করার ব্যবস্থা করা যেতেতে পারে।
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদী পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা সকল ইউনিয়ন তবে--------ইউনিয়নে গবাদী পশুর রোগের	৬০ হাজার পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া, ৭০ হাজার	১। গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারণে প্রতি বছর প্রচুর সংক্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ৭ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ৬০ হাজার ডোজ করে টিকা প্রদান করা	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী, হাঁস ও কবুতরের	১। উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষোধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ক্ষরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, হাঁস ও কবুতরের

		প্রাদুর্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।	পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, কবুতর ও হাঁস।	রানীক্ষেত রোগে মারা যায়। ২। গবাদি পশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, ভ্যাক্সিনেশন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পশুপাখি পালনকারিদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	হচ্ছে। ৪ লক্ষাধিক দেশি হাঁস, মুরগী, কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য বছরে ২৪ লক্ষ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে।	রাণীক্ষেত রোগের জন্য ৫ বছরে ১ কোটি ৫ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন।	টিকা প্রদানের জন্য ৯৯ জন (প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন) টিকা কর্মীর প্রশিক্ষণ ও প্রতিষেধক সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
মৎস্য	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৫৬০ জন মৎস্য চাষী	১। পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যহত হয়। ২। ভূগর্ভস্থ পানির যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)"-এর মাধ্যমে বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানিক ১০২ জন মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২। জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প"-এর মাধ্যমে ৯ টি জলাশয় (৫.৮২ হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে।	৩০৫০ জন মৎস্য চাষি প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ২০০ জন মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৩৫৬০ জন মৎস্য চাষীর মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যাক্তা	উপজেলা সকল ইউনিয়ন	আনুমানিক ৮৫০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্র্যতার কারণে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না। ৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত 'মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক	৭৩০০ জন নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১। ৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র প্রদান করা

	নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।			কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা, অবকাঠামো সম্যসা, আসবাবপত্র সংকটের কারণে সীমিত সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হলেও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাচ্ছে না।	প্রশিক্ষণ প্রকল্প" এর মাধ্যমে প্রতি বছর ২৪০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও ব্লক বাটিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।		যেতে পারে। ৩। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের পাশে ড্রেন নির্মান করা যেতে পারে।
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১। ৭.৫৭ কি.মি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কি.মি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক কাঁচা। ২। ১২৫.৪৯ কি.মি পাকা সড়ক মেরামত প্রয়োজন	১। উপজেলা ৭.৫৭ কি.মি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কি.মি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়াতের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কার্লভাট না থাকারয় সড়কে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে এবং গাইডওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে।	১। জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3)-এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪০ কি.মি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মান করা হবে। ২। রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর মাধ্যে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। ৩। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালর্ভাট মেরামত ৪। রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করা হবে।	৪০৭ কি.মি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে।	১। ১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে। ২। ২৫০০ মিটার গাইডওয়াল ও ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মান করা যেতে পারে। ৩। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে চাহিদামাফিক সোলার বাতি প্রদান করা যেতে পারে।
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পসমূহে বসবাসরত পরিবারসমহের	--------- আশ্রয়ণ প্রকল্প	৮০০ পরিবার	১। নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবারসমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। ২। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক পরিবার ব্যারাক	কার্যক্রম নেই	৮০০ পরিবার ঋণখেলাপী হয়ে যাবে।	১। ৫ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। ২। আশ্রয়ণে বসবাসরত ৮০০ পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে এবং তারপর সমবায় দপ্তর হতে ঋণ

	খেলাপী ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।			ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ৩। ব্যারাকসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ল্যাট্রিন ও নলকূপ সংকটের কারণে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে গেছে।			প্রদান করা যেতে পারে।
সমবায়	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, আদিতমারী	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ (দশ) হাজার সদস্য	১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়েরর জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) সদস্য	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চালা, বারান্দা ও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, আদিতমারী		উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই		জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের চালা, বারান্দাও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপী হয়ে যাচ্ছেন।	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সর্ম্পকে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ১ টি (১১ ইউনিয়নে ১১ টি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

	সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	সকল ইউনিয়ন		সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে।		২। মশক নিধনে ০৯ টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতেম পারে।

উপজেলা পরিষদ কুড়িগ্রাম সদর,
কুড়িগ্রাম।

বাজেট

অর্থ বছর = ২০২২-২০২৩
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

বাজেট সূচী

০১। বাজেট সার সংক্ষেপ -ফরম-ক

০২। রাজস্ব প্রাপ্তি -ফরম-খ

০৩। রাজস্ব ব্যয় -অংশ-১

০৪। উন্নয়ন প্রাপ্তি -অংশ-২

০৫। উন্নয়ন ব্যয় -অংশ-২

০৬। পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরণী -ফরম-গ

০৭। বিশেষ প্রকল্প বাবদ সরকার হতে প্রাপ্ত -ফরম-ঘ

ফরম নং- ক

(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২১-২০২২)	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি**	২,৯৪,২৭,১০০/-	২,৯৪,১১,০০০/-	২,৯৪,৫০,০০০/-
	রাজস্ব-			
	অনুদান-			
	মোট প্রাপ্তি	২,৯৪,২৭,১০০/-	২,৯৪,১১,০০০/-	২,৯৪,৫০,০০০/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৫৪,৫৬,৫০০/-	৬০,৫৬,৫০০/-	৬৫,৫৬,৫০০/-
	রাজস্ব উদ্ধৃত্ত/ **(ক)**	২,৪৩,৭০,৬০০/-	২,৪৪,৭০,৬০০/-	৩,৪৪,৭০,৬০০/-
	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান-	১,২৯,০০,০০০/-	১,২০,০০,০০০/-	১,৩০,০০,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট (খ)	১,২৯,০০,০০০/-	১,২০,০০,০০০/-	১,৩০,০০,০০০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ **(ক+খ)**	৩,৬৮,৭০,০০০/-		
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	২,৪৩,৭০,৬০০/-	২,৪৪,৭০,৬০০/-	৩,৪৪,৭০,৬০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্ধৃত্ত/ ঘাটতি	৫৪,৫৬,৫০০/-	৭৪,৫৬,৫০০/-	৮৪,৫৬,৫০০/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের **(১ জুলাই)**	৫৪,৫৬,৫০০/-		
	সমাপ্তি জের	৫৪,৫৬,৫০০/-		

(রাসেদুল হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: unokurigram@mopa.gov.bd

(আমান উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম
Email: uzc.kurigram@lgd.gov.bd

ফরম নং- খ

(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)
উপজেলা পরিষদের বাজেট
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

অর্থ বৎসর ঃ- (২০২২-২০২৩)

প্রাপ্ত আয়

অংশ-১

আয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	**পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২১-২০২২)**	**চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)**	**পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)**
১	**২**	**৩**	**৪**
ক) ৪১% অর্থ হাট-বাজার হতে -	৬৪,০০,০০০/-	৭০,০০,০০০/-	৭৪,০০,০০০/-
খ) অফিস/ বাসা ভাড়া হতে -	১,৭৬,০০০/-	২,৭৬,০০০/-	৩,৭৬,০০০/-
গ) ১% সম্পত্তি হস্তান্তর কর -	৬০,০৪,০০০০/-	৭০,০৪,০০০০/-	৭০,০৪,০০০০/-
ঘ) ভূমি উন্নয়ন কর -	-	-	-
ঙ) বিবিধ -	১৯,১০০/-	২০,১০০/-	২৫,১০০/-
চ) অনুদান -	৫০,০০,০০০/-	৫০,০০,০০০/-	৫০,০০,০০০/-
মোট =	**১,৭৫,৯৯,১০০/-**		

(রাসেদুল হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: unokurigram@mopa.gov.bd

(আমান উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: uzc.kurigram@lgd.gov.bw

অংশ-১ রাজস্ব হিসাব ব্যয়

ব্যয়			
ব্যয়ের খাত	**পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২১-২০২২)**	**চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)**	**পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)**
১	২	৩	৪
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক ক. সম্মানী / ভাতা-	১১,৯২,০০০/-	১২,৯২,০০০/-	১৪,৯২,০০০/-
খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা-	৭,৩০,০০০/-	১০,৩০,০০০/-	১১,৩০,০০০/-
১) পরিষদ / ইউপি কর্মচারী-	-	-	-
২) উপজেলা পরিষদের রাস্তা নির্মাণ	-	-	-
গ. উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	**৩৯,০০,০০০/-**	**৪৩,০০,০০০/-**	**৪৯,০০,০০০/-**
ঘ. উপজেলা পরিষদের ড্রেন নির্মাণ	-	-	-
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী-	৬৪,০০০/-	৭৪,০০০/-	৮৪,০০০/-
২। অন্যান্য ব্যয়/ ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	৩৪,০০০/-	৪৪,০০০/-	৫৪,০০০/-
ক. টেলিফোন-	১০,০০০/-	২০,০০০/-	৩০,০০০/-
খ. বিদ্যুৎ বিল-	৭৮,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
গ. পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ	১৪,০০,০০০/-	১৬,০০,০০০/-	১৭,০০,০০০/-
ঘ. ভূমি উন্নয়ন কর-	৫৪,০০০০/-	৬০,০০০০/-	৬৫,০০০০/-
ঙ. অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যয়-	২৯,০০০/-	৪০,০০০/-	৪৩,০০০/-
চ. বিজ্ঞাপন বিল-	৪,৫৫,০০০/-	৬,৫৫,০০০/-	৭,০০,০০০/-
ছ. আপ্যায়ন ব্যয়-	৩,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-
জ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসের জন্য ব্যয়	১১,৫৪,০০০/-	১৩,৫৪,০০০/-	১৫,৫৪,০০০/-
ঝ. ফরমালিন কীট ক্রয় বাবদ-	-	-	-
ঞ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়-	৫২,০০০/-	৫৫,০০০/-	৬০,০০০/-
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মূদ্রণ)-			
৫। বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ-	**১,০৪,০০০/-**	**২,০০,০০০/-**	**৩,০০,০০০/-**
৬।সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুদান ঃ	-	-	-
ক. উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব আর্থিক অনুদান	-	-	-
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন	১,০৪,০০০/-	**২,০০,০০০/-**	**২,০০,০০০/-**
৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	-	-	-
৯। জরুরী ত্রাণ-	৫,০৪,০০০/-	৭,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-
মোট =	**৫১,৬০,৫০০/-**		
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর-	২,৩৯,৭৪,৬০০/-		
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	২,৩৯,৭৪,৬০০/-		

(রাসেদুল হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: unokurigram@mopa.gov.bd

(আমান উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

Email: uzc.kurigram@lgd.gov.bd

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব (প্রাপ্তি)

আয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	**পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২১-২০২২)**	**চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)**	**পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)**
১	২	৩	৪
১। অনুদান (উন্নয়ন)ঃ- ক. সরকার-	৯০,০০,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-	২,২০,২২,০০০/-
খ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে নির্মাণ, মেরামত/রক্ষণাবেক্ষন)	-	-	
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা-	-		
৩। **রাজস্ব উদ্বৃত্ত-**	১,৫০,২৭,১০০/-	১,৫০,২৮,১০০/-	২,৩০,২২,১০০/-
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	**৩,২২,৩০,৬৬১/-**	**৩,৫০,০০,০০০/-**	

(রাসেদুল হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: unokurigram@mopa.gov.bd

(আমান উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: uzc.kurigram@lgd.gov.bd

অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব (ব্যয়)

ব্যয়			
ব্যয় বিবরণ	**পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২১-২০২২)**	**চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)**	**পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)**
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও সেচ	৩,২৫,০০০/-	৩,৪০,০০০/-	৩,৫০,০০০/-
২। শিল্প ও কুটির শিল্প	-	-	
৩। ভৌত অবকাঠামো	৮,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-	৯,০০,০০০/-
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	৮,০০,০০০/-	৭,৫০,০০০/-	৯,০০,০০০/-
৫। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক	-	-	
৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরুপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)	-	-	
৭। সেবা-	-	-	
৮। শিক্ষা -	১,০০,০০০/-	১,৪০,০০০/-	২,০০,০০০/-
৯। স্বাস্থ্য	-	-	
১০। দারিদ্র হ্রাস করণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	-	-	
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	-	-	
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন	-	-	
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	-	-	
১৪। গৃহ নির্মান	৪০,০০০/-	৭০,০০০/-	১,০০,০০০/-
১৫। মৎস্য ও পশু সম্পদ	১,৪০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	২,০০,০০০/-
১৬। পরিবহন ও যোগাযোগ	১,৫০,৯০,০০০/-	১,৪০,৯০,০০০/-	১,৫০,৮০,০০০/-
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	**১,৭২,৯৫,০০০/-**		

(রাসেদুর হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: unokurigram@mopa.gov.bd

(আমান উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: uzc.kurigram@lgd.gov.bd

ফরম-গ

(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদের নিয়মিত কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বৎসরঃ- (২০২২-২০২৩)

বিভাগ/ শাখা	ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	সম্মানী/ বেতন ক্রম	মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬
পরিষদ সদস্য	০১	চেয়ারম্যান	১	৪৫,৫০০/-	-
	০২	ভাইস চেয়ারম্যান	১	২৭,০০০/-	-
	০৩	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১	২৭,০০০/-	-
উপজেলা পরিষদ	০৪	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১	১৫,০০০/-	-
	০৫	জীপ চালক	১	১২,০০০/-	-
	০৬	এম.এল.এস.এস	২	১০,০০০/-	-
	০৭	মালী	১	৯,০০০/-	-
	০৮	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	১	৮,০০০/-	-

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমান	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০	১১
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	**সরকারি বরাদ্দ**
-	-	-	-	**সরকারি বরাদ্দ**
-	-	-	-	-

(রাসেদুল হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: unokurigram@mopa.gov.bd

(আমান উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: uzc.kurigram@lgd.gov.bd

ফরম-ঘ

(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থ বৎসরঃ- (২০২২-২০২৩)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অর্থের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১-	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প-	০ ৫০০০০০০/=	৫০০০০০০/=	০	-

(রাসেদুল হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: unokurigram@mopa.gov.bd

(আমান উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
Email: uzc.kurigram@lgd.gov.bd

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহঃ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প,বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। প্রকল্প সার সংক্ষেপ এক নজরে আগামী বছরের বাস্তবায়ন যোগ্য ও অগ্রাধিকারমূলক সকল প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রকল্পের অবস্থান, বিবরণ, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ও ব্যয় সম্পর্কে ধারনা দেয় যার ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নে খাত ও অর্থায়নের উৎস ভিত্তিক প্রকল্প সার সংক্ষেপ তৈরী করেছে যেখানে প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন খাতের প্রকল্প অন্তর্ভুক্তআছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ও সরকারী অনুদান হতে প্রাপ্ত অর্থে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগামী ১ বছরে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অবস্থান	রাস্তবায়নের সময়সূচি		প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	মন্তব্য
			আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদে আসবাবপত্র সরবরাহ করণ।	কাঁঠালবাড়ী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,১৯,৬০৯/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২	কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নের দুঃস্থ ও গরিবদের মাঝে টিউব-অয়েল স্থাপন।	কাঁঠালবাড়ী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩	হলোখানা ইউনিয়নের ভেরভেরী মৌজার মোফার বাড়ির সামন হইতে পাকারাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,৮২,৮২৫/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪	হলোখানা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ করণ।	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,২১,২১০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্যকুমরপুর হতে পরমালী গামী রাস্তা ভোলানাথের বাড়ির সামনে ভাঙ্গা রাস্তা পাকাকরণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৩,৪৭,১৯৮/-	ইউজিডিপি ফান্ড	
৬	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের পরমালী দোলারপাড় কৃষি ও সেচ জমির পানি নিস্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ স্থাপন।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৪৮,৮০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৭	বেলগাছা ইউনিয়নের কালে মৌজার নতুন স্টেশন জামে মসজিদের সামনে ড্রেন নির্মাণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৫০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৮	বেলগাছা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৬৯,৬১০/-	ইউজিডিটি ফান্ড	
৯	বেলগাছা ইউনিয়নের পলাশবাড়ী মৌজার হোসেনের বাড়ী হতে রঞ্জুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	

১০	মোগলবাসা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন।	মোগলবাসা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,২০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১১	পাঁচগাছী ইউনিয়নের কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে-মেশিন সরবরাহ করণ।	পাঁচগাছী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৯৯,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১২	পাঁচগাছী ইউনিয়নের গারুহারা কাচুয়া বাড়ী হতে ফজলুর দোকান পর্যন্ত রাস্তা হেরিং করণ।	পাঁচগাছী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,৩১,১৬৩/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১৩	যাত্রাপুর ইউনিয়নের নওয়ানীপাড়া নেছারুদ্দিন বাড়ী হতে ইসমাইলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	যাত্রাপুর	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৯৫,৫৮১/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১৪	যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে মমিনুলের দোকান সংলগ্ন একটি নলকুপ স্থাপন।	যাত্রাপুর	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১৫,০৫৮/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১৫	যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামপুলিশের জন্য বাইসাইকেল ক্রয় ও সরবরাহ করণ।	যাত্রাপুর	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৬৭,২৬৮/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১৬	যাত্রাপুর ইউনিয়নের ঘনেশ্যামপুর গ্রামে মুক্তার বাড়ির নিকট বিদ্যমান দক্ষিনের গাইড ওয়াল হতে আলহাজ্ব মানিক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	যাত্রাপুর	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১৭	যাত্রাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মাঝে সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ করণ।	যাত্রাপুর	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১৮	বেলগাছা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের নীলকণ্ঠ মৌজার রুস্তমের বাড়ী হতে কবীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৪,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
১৯	কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের শিবরাম মৌজার ছোট জলিলের দোকানের সামনের পানি নিস্কাশনের জন্য ক্যানেল নির্মাণ।	কাঁঠালবাড়ী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,৯৩,৯১১/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২০	কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ অফিসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	কাঁঠালবাড়ী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৩,৫০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২১	কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের শিবরাম মৌজার হোসেন আলী বাড়ীর হতে আমজাদের আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ।	কাঁঠালবাড়ী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২২	কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ গরিবারে মাঝে	কাঁঠালবাড়ী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	

	টিউব-অয়েল স্থাপন।						
২৩	কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নের কাঁঠালবাড়ী পরিষদের গার্ডরুম ল্যাট্রিন নির্মাণ।	কাঁঠালবাড়ী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২৪	হলোখানা ইউনিয়নের সুভারকুটি বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২৫	হলোখানা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন।	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২৬	হলোখানা ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল প্লাষ্টারকরন	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৭১,৭৪৭/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২৭	হলোখানা ইউনিয়নের মদাজাফাড়া মৌজার বালাকুড়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ হতে সামনে তেপতি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৫,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২৮	হলোখানা ইউনিয়নের লক্ষিকান্ত মৌজার আউয়ালের বাড়ীর সামনের পাকা রাস্তা হতে জব্বার মেম্বারের বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৫,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
২৯	হলোখানা ইউনিয়নের মদাজাফাড়া মৌজার মৃত মোবাকের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ।	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,৭৪৫/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩০	হলোখানা ইউনিয়নের মদাজাফাড়া মৌজার বালাকুড়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ হতে সামনে তেপতি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	হলোখানা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৫,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩১	বেলগাছা ইউনিয়নের পলাশবাড়ী মৌজার তছলিম মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ সংস্কার করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩২	বেলগাছা ইউনিয়নের কেতার মোড় জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩৩	বেলগাছা ইউনিয়নের আদিবাসী জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩৪	বেলগাছা ইউনিয়নের নীলকণ্ঠ নুরানী জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩৫	বেলগাছা ইউনিয়নের আত্মারাম মৌজার ডাক্তার সোলেমানের বাড়ীর তেপতি হইতে আব্দুল মেম্বারের বাড়ীগামী রাস্তায়	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৭৫,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	

	ইউড্রেন নির্মাণ।						
৩৬	বেলগাছা ইউনিয়নের পূর্ব কল্যাণ মৌজার এ্যাডভোকেট দুলুর বাড়ির সামনের রাস্তা আরসিসি করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩৭	বেলগাছা ইউনিয়নের পূর্ব কল্যাণ মৌজার হালাবট হতে মন্ডলপাড়া গামী রাস্তার লাভলুর বাড়ির পাশ্বে পুকুরে আরসিসি প্যালাসাইডিং নির্মাণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৭৩,১৭৩/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩৮	মোগলবাসা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর সেনের খামার বাইতুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৩৯	মোগলবাসা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর কেন্দ্রীয় মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ মেরামত করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৫০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪০	মোগলবাসা ইউনিয়নের ৪নং কিশামত মালভাঙ্গা চঞ্চল বাবুর বাড়ির সামনে রাস্তা আরসিসি করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪১	মোগলবাসা ইউনিয়নের মালভাঙ্গা করিমন নেছা আদর্শ নুরানী ও হাফিজিয়া মাদ্রসার দোতলা ভবন কাজ করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৫৮,২০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪২	মোগলবাসা ইউনিয়নের ৪নং কিশামত মালভাঙ্গা আয়নালের মিলের সামনের জামে মসজিদ এর দরজা জানালা তৈরি করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৫৮,২০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪৩	মোগলবাসা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর সেনের খামার বাইতুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪৪	মোগলবাসা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর কেন্দ্রীয় মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ মেরামত করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৫০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪৫	মোগলবাসা ইউনিয়নের ৪নং কিশামত মালভাঙ্গা চঞ্চল বাবুর বাড়ির সামনে রাস্তা আরসিসি করণ।	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪৬	মোগলবাসা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন।	মোগলবাসা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪৭	মোগলবাসা ইউনিয়নের পরিষদ ভবনের দরজা জানালা মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয়।	মোগলবাসা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৭১,৬৪৩/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৪৮	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্যকুমরপুর হতে পরমালী গামী রাস্তা ভোলানাথের বাড়ির	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৩,৪৭,১৯৮/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	

	সামনে ভাঙ্গা রাস্তা পাকাকরণ।						
৪৯	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে বোনাভিটা জামে মসজিদের সামন হতে সোহরাব আলীর বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৩,০৩,০৪০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫০	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্যকুমরপুর নলনী মাস্টারের বাড়ির পার্শ্বে পাকা রাস্তা হতে আসাদুল মেম্বারের বাড়ির নিকট পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৩,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫১	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মইদিপুর ছামাদ ডিলারে বাড়ির সামনের মসজিদ গৃহ উন্নয়ন।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫২	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের লক্ষির খামার জামে মসজিদ গৃহ উন্নয়ন।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫৩	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের নারীর কর্ম দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ করণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫৪	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্যকুমরপুর গালস্ স্কুল এন্ড কলেজের বাউন্ডারী ওয়াল নিমাণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৪,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫৫	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের কাচিচর সাহাদতের বাড়ির সামনের কৃষি ও সেচের জন্য বক্স কালভাট নির্মাণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫৬	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মইদিপুর ছামাদ ডিলারে বাড়ির সামনের মসজিদ গৃহ উন্নয়ন।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫৭	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের লক্ষির খামার জামে মসজিদ গৃহ উন্নয়ন।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫৮	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের নারীর কর্ম দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ করণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৫৯	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্যকুমরপুর গালস্ স্কুল এন্ড কলেজের বাউন্ডারী ওয়াল নিমাণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৪,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৬০	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের কাচিচর সাহাদতের বাড়ির সামনের কৃষি ও সেচের জন্য বক্স কালভাট নির্মাণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	

৬১	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্যকুমরপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভবন উন্নয়ণ ও রং করন।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৬২	ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্যকুমরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ।	ভোগডাঙ্গা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৬৩	পাঁচগাছী ইউনিয়নের গারুহারা আইয়ুব গাড়ীয়ালের বাড়ী হতে মিজানের হোটেল দোকান পর্যন্ত রাস্তা হেরিং করণ।	পাঁচগাছী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৮,৯৯,৪৮৯/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৬৪	পাঁচগাছী ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানি জন্য নলকুপ সরবরাহ করন।	পাঁচগাছী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৮৫,৪৯৫/-	ইউজিডিপি ফান্ড	
৬৫	পাঁচগাছী ইউনিয়নে পাঁচগাছী কলেজ মোড় ও পাঁচগাছী বাজারে সোলার লাইট স্থাপন।	পাঁচগাছী	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৬৬	যাত্রাপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ফারাজীপাড়ায় ইদ্রিসের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	যাত্রাপুর	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,৩২,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৬৭	যাত্রাপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের ভুষিরভিটা সামছুলে বাড়ীর সামন হতে দক্ষিণে আহাম্মদের বাড়ীগামী রাস্তা আরসিসি করণ।	যাত্রাপুর	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৪,৪৬,৯৯৮/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৬৮	যাত্রাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মানের জন্য রিং-স্লাব সরবরাহকরণ।	যাত্রাপুর	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
৬৯	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কৃষকের মাঝে স্প্রে- মেশিন সরবরাহ করণ।	**সদর উপজেলা**	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	৫,১১,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার গরিব ও দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ করণ।	**সদর উপজেলা**	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
	বেলগাছা ইউনিয়নের পলাশবাড়ী মৌজার মহির উদ্দিনের বাড়ী হতে আব্দুল হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ	বেলগাছা	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
	উপজেলা পরিষদের নিচতলা সংস্কার করণ।	**সদর উপজেলা**	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
	উপজেলা পরিষদের গাড়ী রাখার গ্যারেজ সংস্কার করণ।	**সদর উপজেলা**	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	
	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার	**সদর উপজেলা**	১/৭/২০২২	১/৬/২০২৩	১,৭০,০০০/-	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	

	সামগ্রী বিতরণ।						

বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচী বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্জনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠানিক কাঠামে অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচলা করবেন এবং একটি সংক্ষিত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি এবং অর্জন তুলে ধরা। অসামঞ্জস্যতা নিরূপন করে থাকে। টিজিপি-এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্যপ্রণালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসারিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক (ডিসি) অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করতে করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পণার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিম্নরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভবনাসমূহ;
২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
৪. স্থানীয় জনগণের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং
৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনামাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এত কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করেছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের

চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার ইত্যাদি) এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।